লোকক্রীড়া ও তার বৈশিষ্ট্য

রেবতীমোহন সরকার

শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতের মতই ক্রীড়া মানব সমাজ ধারায় একটি অনবদ্য বিষয় যার প্রতিফলন সমগ্র সমাজ মানসিকতায় চিত্রিত হয়ে উঠে । মানব সমাজব্যবস্থার ঊষাকালে নানা ধরনের ক্রীড়ার উদ্ভব ঘটেছিল। আদি যুগের ক্রীড়াগুলি আদিম মানুষকে আনন্দ দান করেছে, মনকে পরিশীলিত করেছে। আবার তার জীবন সংগ্রামের ধারাটিও প্রশস্ত করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে সকল মানুষই ছিল শিকারজীবী ও খাদ্যসংগ্রহকারী জনগোষ্ঠী। শিকারজীবী মানুষ তার খাদ্য সংগ্রহের তাগিদে বনে জঙ্গলের নানা জীবজন্তুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল। খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই প্রতিযোগিতা ছিল বাধ্যতামূলক। সেদিন প্রতিটি মানুষকে খাদ্যসংগ্রহে সক্ষম হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হত। বনে জঙ্গলে পরিভ্রমণকারী মানুষ জীবজন্তুর খেলা পর্যবেক্ষণ করেছিল এবং এর ফলে মানুষের জীবনও প্রভাবিত হয়েছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। মানুষের খেলা কিন্তু জন্তুজানোয়ারের পর্যায়ে সীমিত হয়ে তাকল না। তার ক্রমিক চিন্তাধারা ও চেতনার বিকাশ সেই জীবন্ত খেলাকে পরিশীলিত করে এক বিশেষ রূপকে রূপায়িত করেছিল। মানব বিজ্ঞানীদেরমতে জীবজন্তুর খেলা এবং মানুষের খেলার মধ্যে একটি বিশিষ্ট যোগসূত্র বিদ্যমান। জৈবিক ক্রীড়ার চেতনা মানব ব্যবহার প্রণালীর একটি বিশিষ্ট অংশকে প্ররোচিত করেছে এবং এটিই তার সংস্কৃতিতে একটি গুত্বপূর্ণ অবদান। ক্রীড়া একাধারে যেমন অবসর বিনোদনের সহায়ক মাধ্যম, অপরদিকে তেমনি একটি আত্ম অভিব্যক্তির দিগন্তকে উন্মোচন করে। জীবজন্তুর খেলা কেবলমাত্র জৈবিক পরিমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ, মানুষের খেলা জৈবিক পরিমণ্ডলকে অতিক্রম করে সাংস্কৃতিক চেতনার ধারায় মিলিত হয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানে ক্রীড়াসমূহকে সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান (universal institution) হিসাবে গণ্য করা হয়। পৃথিবীতে এমন কোন জনগোষ্ঠী নেই যাদের মধ্যে ক্রীড়াসংক্রান্ত কোন চিন্তাধারার প্রভাব দেখা যায় না। ক্রীড়া কেবলমাত্র অবসর বিনোদনের একটি বিষয় নয়, ক্রীড়া মানুষের জীবন পরিচালনার হাতিয়ার। পৃথিবীতে টিকে থাকতে গেলে যেমন খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন হয়, ঠিক তেমনিভাবে প্রতিকূল পরিবেশ - পরিস্থিতির সঙ্গে অবিরাম সংঘাতের জন্য, যে শক্তি প্রয়োজন হয়, যে সুদৃঢ় মনোভাব অর্জনের প্রয়োজন হয় ক্রীড়ার বিভিন্ন পরিকল্পনা সেগুলির সরবরাহকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। প্রখ্যাত বিশ্ববিজ্ঞানী অধ্যাপক লউই (Profeessor Lowie) তাঁর দীর্ঘদিনের আদিম সমাজজীবনের গবেষণার মাধ্যমে উপলব্ধি করেছেন যে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া এবং তৎসংক্রান্ত আমোদ - প্রমোদের মাধ্যমে বহু মানবগোষ্ঠী তাদের জীবনের সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করে থাকে। এস্কিমো, ওনা, মাউরী প্রভৃতি আদিম অধিবাসীরা তাদের নানা ধরনের ক্রীড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং রূপায়নের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের শিকার ও সংগ্রহভিত্তিক কর্ম ও চিন্তাধারাকে কেন্দ্রীভূত করেছে। এস্কিমোদের জীবনে প্রচণ্ড শীতের অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারঘন দিনগুলি নানাধরণের ক্রীড়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অতিবাহিত করা হয় --- অন্যথায় সীমাহীন একঘেয়েমীতে এদের জীবন বিপর্যস্ত হত। লক্ষ্য করার বিষয় যে এইসব ক্রীড়ার মধ্যে তাদের প্রচণ্ড শৈত্যপ্রভাবিত সবুজবিহীন পরিবেশকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

ক্রীড়ার প্রকৃতি এবং পরিকল্পনা রচনায় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর বাস্তুবিদ্যা (Ecology) এবং সংস্কৃতি (Culture) বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে ক্রীড়ার বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে এবং ক্রীড়ার পরিকল্পনা রচনায় সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ধারা এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যে সকল ক্রীড়ায় নিযুক্ত থাকে, তাতে অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই দেখা যায় তারা বড়দের নানা ধরনের কাণ্ডের অনুকরণ করে। আবার কখনও প্রতি ত্রীড়ার (Symbolic) মত থ াকে। ছেলেরা খেলবার ঘরবাড়ি তৈরী করে, চালনা করে, অপরদিকে মেয়েরা পুতুল খেলে - এই খেলার মধ্যে বড়দের ঘর - সংসার পরিচালনার বিভিন্ন দিকগুলি অনুসরিত হয়। শিকারজীবী গোষ্ঠীর ছেলেরা বড়দের তীর - ধনুকের প্রতিরূপ নিয়ে শিকার যাত্রা করে। এদের কল্পনা প্রবণ মন জঙ্গলের গভীরে নিয়ে যায়। শিকারের সম্মুখীন হয় এবং নানা ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে শিকার করে এবং মৃত জন্তুজানোয়ারগুলিকে নিয়ে বীরদর্পে ঘরে ফেরে। সবটাই কাল্পনিক, কিন্তু শিশুমনে এই কল্পনাই বাস্তবায়িত হয়ে তাকে আনন্দদান করে। ত্রীড়ার মাধ্যমেই তার মনে ভবিষ্যৎ কর্মচেতনা জেগে ওঠে। পৃথিবীর সকল জনগোষ্ঠীর শিশুদের জীবন খেলার মাধ্যমেই শু হয়। দেশ ও কাল নির্বিশেষে সকল শিশুই ত্রীড়ানুসারী। ত্রীড়াই শিশুদের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। এরা পারিপার্শ্বিকতার যে কোন বস্তুকে অতিসহজেই ত্রীড়ার সামগ্রীতে রূপায়িত করতে পারে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ত্রীড়াই শিশুদের মানসিক বিকাশ ঘটায় এবং তাদের উদ্ভাবনা শক্তিকে উদ্দীপিত করে। জীবনচর্যার ধারা ভেদে শিশুদের ত্রীড়ার প্রকৃতি এবং পরিস্থিতি ভিন্ন ধরনের হয়। সাধারণভাবে দেখা যায় যে কোন গোষ্ঠীর যে কোন দিনের ত্রীড়া বিভিন্ন বিষয়ক ঘটনার উপর নির্ভরশীল। এগুলি হল ঐতিহ্য, বয়স, স্বাস্থ্য, মানসিক বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তি, সমাজধারা, অর্থনীতি। ত্রীড়াবিজ্ঞানীদের মতে ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে বাল্যকাল থেকেই যে ত্রীড়া পক্ষপাত (Play Preference) গড়ে উঠে তার মধ্যে লিঙ্গজনিত প্রভাব (Gender Influence) বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। ছেলেদের মধ্যে কৃত্যাগত বা ব্যবহারিক এবং বহুক্ষেত্রে নিভৃত কর্মিক ত্রীড়া (Solitary functional Play) প্রভাব বিস্তার করে। অপরদিকে মেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গঠনমূলক এবং বাস্তবধর্মী ত্রীড়ানুষ্ঠানের পক্ষপাতী। যে সমাজব্যবস্থায় অল্পবয়সী ছেলেমেদের সঙ্গে পূর্ণবয়স্কদের সরাসরি যোগাযোগ, মানসিক ও কর্মগত যোগাযোগ রয়েছে সেখানে ঐ সব ছেলেমেদের মধ্যে ত্রীড়াগত দিকটি বাস্তবায়িত চিন্তাধারায় বেশীরকমভাবে প্রভাবিত হয়। ভারতের আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থায় এই ধরনের প্রকৃতিও পরিস্থিতি বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। ছোটনাগপুর অঞ্চলে বিরহড় আদিবাসীদের মধ্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মায়েদের সঙ্গে জঙ্গলে ফলমূল আহরণে যায় এবং সারাদিনই জঙ্গলের পরিবেশে কাটায়। মায়েরা তাদের একমাত্র হাতিয়ার কাঠের খননযন্ত্র (digging stick) নিয়ে মাটি খুঁড়ে শিকড় - বাকর সংগ্রহ করে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও বড়দের অনুসরণ করে ছোট ছোট কাঁটি নিয়ে মাটি খোঁড়ার প্রচেষ্টা চালায়। একদল ছেলেমেয়ের মধ্যে এই ধারণাটি একটি আকর্ষণীয় এবং মজাদার ত্রীড়া হিশেবেই এদের মধ্যে প্রভাবিত হয়। এমনিভাবেই ত্রীড়ানুষ্ঠানের মাধ্যমে ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক জীবনের দ্বারপ্রান্তে পোঁছনার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। চোপ নামকলতার সাহায্যে দড়ি পাকানো এবং সেই দড়ি বিত্রয় অথবা বিনিময়ে বিড়হ্ড় জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে। ছেলেদেরত্রীড়ার মধ্যে এই দড়ি পাকানোর প্রয়াসটি বিশেষভাবে গুত্ব পেয়েছে। আফ্রিকার বনাঞ্চলে বসবাসকারী বুশম্যান জনজাতির ছেলেমেয়েদের ত্রীড়ানুষ্ঠানের মধ্যে বড়দের শিকার ও সংগ্রহভিত্তিক প্রয়াস সমূহ বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা যেমন ত্রীড়া প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার, হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাবলীর মধ্যেও ত্রীড়া যুক্ত হয়েছে। মধ্যপ্রদেশএবং ছত্তিশগড়ের গন্ধঅধিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় সেখানে যুবকদের ভাবী স্ত্রী ত্রীড়াটিতে যুবক যুবতীরা যৌথভ াবে অংশগ্রহণ করে। পূর্ণবয়স্ক বা বয়স্করা এখানে নীরব দর্শক তবে এতে তাদের পরিপূর্ণ পৃষ্টপোষকতা রয়েছে। এই ত্রীড়া টিতে আদিবাসী নৃত্য ও গীত প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। একটি বিশাল গাছের শীর্ষদেশে শালপাতায় মুড়ে কিছুটা গুড় এবং একটি নারকেল বেঁধে দেওয়া হয়। গাছটিকে বৃত্তাকারে ঘিরে যুবক যুবতীরা নৃত্য - গীতে মশগুল হয়ে উঠে। যুবতীরা অন্তর্বৃত্ত এবং যুবকেরা বহির্বৃত্ত তৈরী করে। নৃত্য- গীতের মধ্যেই চলে হাসি - মস্করা, ঠাট্টা - তামাসা। এইভাবে চলতে চলতে যদি কোন যুবক তার আপন বৃত্ত থেকে বেরিয়ে যুবতীদের বৃত্ত ভেদ করে ত্বরিত গায়ে উঠে ঐ গুড় ও নারকেলটিকে হস্তগত করতে পারে, তাহলে গাছের নীচে নৃত্যরতা যে কোন যুবতীকে তার ইচ্ছানুযায়ী ভাবী স্ত্রী হিসেবে নির্বাচন করার অধিকার লাভ করবে। তবে নৃত্যগীতে অংশগ্রহণকারীরা নানাভাবে ঐ যুবকটিকেবাধা দান করবে, এমন কি তার উপরে দৈহিক নির্যাতনও চালাতে পারে। এমনি নানা ধরনের উদাহরণ ত্রীড়া এবং তার প্রকৃতির সামাজিক সংস্থাগুলির সঙ্গে যে াগসূত্রতা প্রমাণ করে।

আদিবাসী সমাজ থেকে যখন আমরা গ্রামীণ লৌকিক সমাজে প্রবেশ করি তখন একইরূপে মানসিকতা প্রভাবিত ঘটন াবলীর সম্মুখীন হই। গ্রামীণ ত্রীড়াগুলির সঙ্গে পরিবেশ - পরিস্থিতি অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। এইসব ত্রীড়াগুলির অধিক

াংশই নানা ধরনের প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে থাকার মনোভাবেই রূপায়িত। বিপদের মুহূর্তে কিভাবে নিজেকে সংযত করে সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হতে হবে, শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ কিভাবে প্রতিহত করতে হবে সে সকল বিষয়ে নির্দেশাবলী এই গ্রামীণ ক্রীড়াগুলির মধ্যে প্রতিফলিত। লৌকিক জীবনের যে সকল ক্রীড়া রূপায়িত হয়েছে তাদের মধ্যে আঞ্চলিক ভিত্তিতে বৈসাদৃশ্য থাকলেও এগুলির উদ্দেশ্য একইরূপ। ভবিষ্যতের সুনাগরিক হওয়ার, সুগৃহিনী হওয়ার এবং সংকটময় মূহূর্তে অবিচল থাকার প্রশিক্ষণ এই সকল ক্রীড়াগুলির মধ্যে কখনও প্রত্যক্ষভাবে, আবার কখনও পরোক্ষভাবে রূপায়িত। লৌকিক জীবন যেমন বাস্তবিদ্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত, প্রকৃতি - পরিবেশের সঙ্গে এর সরাসরি সংযোগ, ঠিক তেমনি লৌকিক ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর বাস্তসংস্থানের উপরই বিধিবদ্ধ। এই ক্রীড়াসমূহ পরিবেশের সঙ্গে মানবগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করে। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সহযোগিতা এবং সহমর্মিতার পশ্চাৎপট রক্ষা করে।

আদিম ও দেশীয় ক্রীড়া এবং আধুনিক ক্রীড়াগুলির মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা বিদ্যমান। অনেকে দুটি ধারার মধ্যে সম্পর্ক সীমানা নির্ধারণের নিষ্ফল প্রয়াস চালিয়ে থাকেন। অনেকের মতে লৌকিক ক্রীড়ার প্রশিক্ষণের খুব একটা ঘটনা নেই, অপরদিকে আধুনিক ক্রীড়ায় প্রশিক্ষণ জরী। এই ধারণাটি কিন্তু সঠিক নয়। আদিবাসী জীবনের প্রতি লক্ষ রাখলে এই চিন্তাধারাটি অমূলক বলেই প্রমাণিত হবে। আদিবাসীদের প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ যুবাবাস বা যুবঘরগুলিতে (Bachelor's dormitory) যেমন ওরাওঁদের ধুমকুরিয়া, গন্দদের খোটুল, খারোদের নোকপান্তে, নাগাদের মোরাং, বিরহড়দের গীতিওরা ইত্যাদিতে গ্রামনিযুক্ত পরিচালক গ্রামের সমস্ত ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন বিষয়েরর সঙ্গে তাদের নিজস্ব ক্রীড়াগুলির পরিচালনে প্রশিক্ষণ দান করে থাকে। এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ গ্রামের সকল ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক। আদিবাসী এবং গ্রামীণ ক্রীড়াগুলি আপাতদৃষ্টিতে শিথিল নিয়মকানুন পরিবৃত মনে হলেও এগুলি কখনই এলোমেলোভাবে সংগঠিত হয় না। নিয়মাবলী স্বভাবিকভাবেই পরিবর্তনশীল এবং এগুলি বংশানুক্রমিক ধারায় প্রবহমান। এই সকল ক্রীড়ার মধ্যেও বিজ্ঞান কার্যকরী, তবে সেটি হলে দেশজ বিজ্ঞান (Indigenous'science)। লৌকিক ক্রীড়ার বিভিন্ন গতি - প্রকৃতির বিশ্লেষণ করে সেই দেশজ বিজ্ঞানের কার্যাবলীর নানা পর্যায়কে উদঘাটনের প্রয়োজন রয়েছে। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে এই কাজটি অসম্ভব না হলেও দুরূহ। এই বিশেষ ধরনের কাজটিকে উপর উপর এবং ত্বরিতসংগৃহিত ক্রীড়াগুলির বর্ণনামূলক বিবরণ দানের মধ্যে কোনদিনই রূপায়ন করা সম্ভব হবে না। ক্রীড়াকে মানবজীবনের বহুমাত্রিক (Multidimensional) ঘটনা হিসেবে, চিহিত করে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, প্রকৃতি - পরিবেশ, শিক্ষাধারা, সমাজচেতনা, সামাজিক বিকাশ, ভৌগোলিক পরিবেশ, ইতিহাস, ধর্ম এবং বিজ্ঞান চেতনার নিরিখে মূল্যায়ন করার প্রয়োজন রয়েছে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com